গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার
রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণাইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)
মহাখালী, ঢাকা ১২১২।
টেলিফোনঃ ৯৮৪০৩৭৬, ৯৮৯৮৭৯৬, ৯৮৯৮৬৯১ ফ্যাক্সঃ ৯৮৮০৪৪০
ই-মেইলঃ info@iedcr.gov·bd; ncov@iedcr.gov.bd ওয়েবসাইটঃ www.iedcr.gov.bd

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১ ফেব্রুয়ারী হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে চীন ফেরত যাত্রীদের অপেক্ষা করার ঘটনা সম্পর্কে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিবৃতিঃ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে গত ১ ফেব্রুয়ারী ২০২০ কিছু সংখ্যক বাংলাদেশী এবং চীনা যাত্রী বিমান বন্দরের ইমিগ্রেশন ও আশপাশের এলাকায় অনেকক্ষণ অপেক্ষমান থাকা নিয়ে সামাজিক ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বক্তব্যঃ

”ঘটনাটি ১লা ফেব্রুয়ারী ২০২০ - এর। ঐদিন চীনের উহান থেকে ৩১২ জন বাংলাদেশী যাত্রী নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ বিমান ঢাকায় আসে। এদের অধিকাংশকেই কোয়ারেন্টাইনের জন্য আশকোনা র হজ্জ ক্যাম্পে রাখা হয়। কয়েকজনকে সিএমএইচ ও কুর্মিটোলা হাসপাতালে রাখা হয়।

ইতিমধ্যে চীন থেকে আসা সকল ফ্লাইটের যাত্রীদেরও কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে কিনা এই মর্মে বিমান বন্দরে কর্মরত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ মোতাবেক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতামত ছিল কেবলমাত্র উহান ফেরত যাত্রীদেরই কোয়ারেন্টাইনে রাখা এবং চীনের অন্য অঞ্চল থেকে আসা যাত্রীদের লক্ষণ থাকা সাপেক্ষে কোয়ারেন্টাইনের সিদ্ধান্ত নেয়া। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ও বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে বিমান বন্দরে দীর্ঘ আলোচনার পর স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতানুযায়ীই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু, এতে যথেষ্ঠ বিলম্ব হয়। যাত্রীরা যথারীতি থার্মাল স্ক্যানার মেশিন পার হয়ে ইমিগ্রেশন এলাকায় আসে। কিন্তু, ইমিগ্রেশন এলাকা থেকে প্রক্রিয়া শেষ করে বিমান বন্দর ত্যাগ করতে না দেয়ায় সেখানে বেশ ভীড় হয়। কিছু সংখ্যক যাত্রী উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং থার্মাল স্ক্যানার এলাকায়ও ভীড় চলে আসে। কয়েকজন যাত্রীকে মারমুখীও দেখা যায়। নিজেকে রক্ষা করতে স্বাস্থ্য সহায়তা ডেস্কে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীরা কিছুক্ষণের জন্য একটু দূরে অবস্থান করতে বাধ্য হন এবং সেখান থেকে থার্মাল স্কানারের দিকে নজর রাখতে চেষ্টা করেন। একজন স্বাস্থ্য কর্মী মোবাইল ফোনে ধারনকৃত উত্তেজনাকর পরিস্থিতির ভিডিও চিত্রও দেখিয়েছে। থার্মাল স্ক্যানারে লক্ষণ ধরা না পড়া যাত্রীদের স্বাস্থ্য কার্ডেই OK লিখে দেয়া হয়েছে যাতে সহজে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে। যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সতর্কতা পরামর্শও দেয়া হয়েছে। পরিস্থিতির উপর স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক কোন নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। তবে যাত্রীদের

বিড়ম্বনা হয়। সেজন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ঘটনার পরপরই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরে ১০ জন অতিরিক্ত চিকিৎসক পদায়ন করেছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স ও সেনিটারি ইনস্পেকটর যথা নিয়মে দায়িত্ব পালন করছেন। সকল কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দেশের সকল বিমান, নৌ ও স্থল বন্দরের স্বাস্থ্য সহায়তা ডেস্কের সার্বিক কার্যক্রমের জন্য পরামর্শ ও নজরদারি বৃদ্ধি করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলতে চায় যে, এ ধরণের আন্তর্জাতিক জরুরী জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সর্বসাধারণের সহযো গিতা একান্ত প্রয়োজন। আমরা বিশ্বাস করি সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী কর্তৃপক্ষ, মহল ও জনসাধারণের সম্মিলিত প্রয়াসে এ জরুরী পরিস্থিতিকেও মোকাবেলা করা যাবে।”

আইইডিসিআর-এ সাংবাদিকদের অবহিতকরণ

সাংবাদিকদেরকে নিয়মিত অবহিতকরণের অংশ হিসেবে আজ সকাল ১১টায় আইইডিসিআর মিলনায়তনে বাংলাদেশে ২০১৯- nCoV পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সাংবাদিকদেরকে সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরেন আইইডিসিআর-এর পরিচালক প্রফেসর ডাঃ মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

কোয়ান্টাইনকৃতদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি

গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইংতারিখ রাতে তিন বছরের একটি শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার বাবা-মাসহ তাকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পরীক্ষায় ২০১৯-nCoV সংক্রমণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

স্থানান্তরিত ৩ বছরের শিশুসহ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে আইসোলেশন ইউনিটে রাখা ১১ জন এবং উহান ফেরত সকল যাত্রীর অবস্থা এখন পর্যন্ত স্থিতিশীল রয়েছে। কুর্মিটোলা হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি একজন উহান ফেরত যাত্রীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় পুনরায় গত ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে আশকোনা হাজী ক্যাম্পে ফিরিয়ে নেয়া হয়।

যাত্রীদের অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ

কোয়ারান্টাইনকৃত যাত্রীদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও অভিভাবকদেরকে উদ্বিগ্ন না হতে অনুরোধ করা হয়েছে। অভিভাবকদের কেউ কেউ আশকোনা কোয়ারান্টাইন কেন্দ্রের প্রধান ফটকে অবস্থানকরছেন। আইইডিসিআর-এ অভিভাবকদের নিয়মিতভাবে প্রতিদিন বিকেল তিনটায় যাত্রীদেও স্বাস্থ্যগত তথ্য অবহিত করা হবে।

স্বাস্থ্য উপদেশ

- উহান ফেরত যাত্রীদেও নিয়ে ফিরে আসা বিমানের পাইলট ও কেবিন ক্রুদেও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং পরবর্তি ১৪ দিন তাদেরকে নিজ বাড়ীতে কোয়ারান্টাইন অবস্থায় থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
- যারা সুস্থ আছেন তাদের মাস্ক পরা দরকার নেই। যারা সর্দি-কাশিতে ভুগছেন শুধু তারাই ঘরের বাইরে বের হলে মাস্ক পরবেন। তবে ঘরে ফেরার আগে ব্যবহৃত মাস্কটি মুখঢাকা বিনে ফেলবেন, যেন কেউ কুড়িয়ে আবার তুলে নিতে না পারে।

২০১৯-nCoV সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতিঃ (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং)

বিষয়	২৪ ঘন্টার সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যাবধি
এ পর্যন্ত বিমান বন্দরে চীন থেকে আগত স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা	৭০৩	৮৩৯৬
স্ক্রিনিংএর মাধ্যমে বিমান বন্দরে সনাক্তকৃত সন্দেহজনক রোগীর সংখ্যা	০	০
আইইডিসিআর হটলাইন এ মোটকলের সংখ্যা	১৩৯	১২২৭
আইইডিসিআর হটলাইন এ ২০১৯-nCoV সংক্রান্ত মোট কলের সংখ্যা	১০৭	৯০০
আইইডিসিআর এ আগত ২০১৯-nCoV সংক্রান্ত মোট সেবাগ্রহীতার সংখ্যা	০	৪৭
২০১৯-nCoVপরীক্ষা করা মোট নমুনার সংখ্যা	৩	৫৩
নিশ্চিতকৃত nCoV এর মোট রোগীর সংখ্যা	০	০

প্রয়োজনে আইইডিসিআর-এর হটলাইন নম্বর এ যোগাযোগ করুন ঃ

০১৯২৭৭১১৭৮৪, ০১৯২৭৭১১৭৮৫, ০১৯৩৭০০০০১১, ০১৯৩৭১১০০১১

প্রতিরোধে করণীয়

- ঘন ঘন সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোবেন (অন্তত ২০ সেকেন্ড যাবৎ)
- অপরিষ্কার হাতে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করবেন না
- ইতোমধ্যে আক্রান্ত এমন ব্যক্তিদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন
- কাশি শিষ্টাচার মেনে চলুন (হাঁচি/কাশির সময় বাহু/ টিস্যু/ কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখুন)
- অসুস্থ পশু/পাখির সংস্পর্শ পরিহার করুন
- মাছ-মাংস ভালো ভাবে রান্না করে খাবেন
- অসুস্থ হলে ঘরে থাকুন, বাইরে যাওয়া অত্যাবশ্যক হলে নাক-মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন
- জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত চীন ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকুন এবং প্রয়োজন ব্যতীত এ সময়ে বাংলাদেশ ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করুন
- অত্যাবশ্যকীয় ভ্রমণে সাবধানতা অবলম্বন করুন

স্বা/=

অধ্যাপক ডাঃ মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা
পরিচালক
ফোন নম্বরঃ ০২-৯৮৪২২৭০